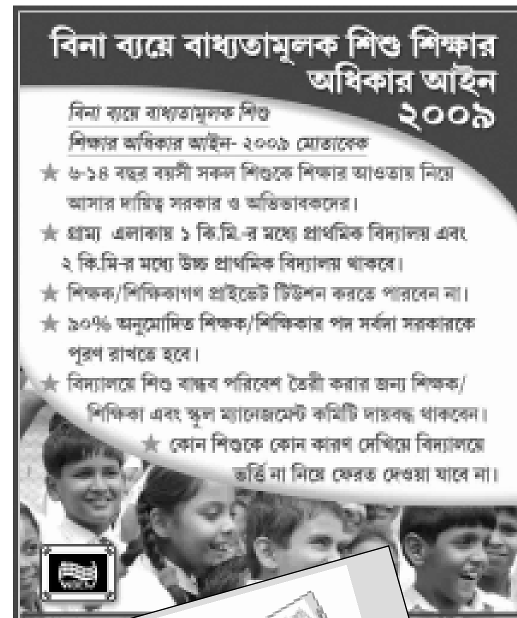

শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ সাংবিধানিক : সর্বোচ্চ আদালত

সংবাদ সংকলন : গত ১২ এপ্রিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত এক রায়ে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯–কে সাংবিধানিক বলে জানিয়ে দিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত আরও জানিয়ে দিয়েছে যে এই রায় ঐদিন থেকেই কার্যকর হবে। রাজস্থানের প্রাইভেট স্কুলগুলির একটি সংস্থা এই আইনকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেছিল প্রাইভেট স্কুলগুলিতে যেন এই আইন কার্যকর না নয়। তাদের বিরোধিতার মূলে ছিল ২৫ শতাংশ সংরক্ষণের বিষয়টি। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ফলে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন কোন প্রাইভেট স্কুলও প্রতিবেশী কোন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির বিরোধিতা করতে পারবেনা।

সমতা

মার্চ-এপ্রিল - মে-জুন ২০১২

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

ওয়েবেনের শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ অভিযানে ১২১০ জন বিদ্যালয়ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া গেল

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের দুইবছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এর যথাযথ প্রয়োগ কতটা হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এবং শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক জেলা ও ব্লক স্তরে একটি প্রচার অভিযানের আয়োজন করে। এই অভিযানটি আয়োজিত হয় এপ্রিল থেকে মে পর্যন্ত। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল –

১.শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, ২. রাজ্যে শিক্ষা অধিকার আইন রূপায়ণের বর্তমান অবস্থা কি তা জানা, ৩. রাজ্যে শিক্ষা অধিকার আইন যথাযথ রূপায়ণের জন্য জনমত সৃষ্টি করা।

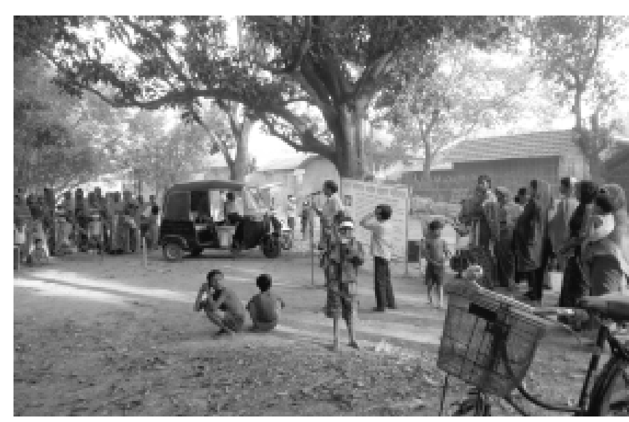

ওয়েবেন আশা করে এই অভিযানের মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা সম্ভব হবে যারা পরবর্তীকালে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে নিয়মিতভাবে কাজ করতে থাকবে, সম্ভাবনাময় কর্মী সংগ্রহ হবে, শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হবে, স্থানীয় মানুষ শিক্ষা অধিকার আইন রূপায়ণে সক্রিয় হবে এবং ওয়েবেনের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

এই কার্যক্রম–এর প্রস্তুতি পর্বে জেলা ইসি সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, গ্রাম ও সময়কাল নির্বাচন এবং দায়িত্ব বন্টন করা হয়। ঠিক হয় জেলাপ্রতি কমপক্ষে ১টি গ্রামে প্রচার অভিযান চালানো হবে। ঐ গ্রাম থেকে কমপক্ষে ৫ জন সদস্যাকে স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে নির্বাচন ও তাদের নিয়ে জেলাস্তরে কর্মশালা (বিশেষত শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক)। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ মহিলা হবে। প্রচারের জন্য শিক্ষা অধিকার আইনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি নিয়ে ব্যানার, হ্যান্ডবিল ও অন্যান্য সামগ্রী রাজ্য অফিস থেকে তৈরি করে দেওয়া হয়। ঐ গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাকে এই অভিযানে সামিল করতে উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং নির্বাচিত এলাকাগুলিতে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য আবেদন করা হয়। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় ক্লাব, মহিলাদলকে প্রস্তুতিপর্ব থেকেই যুক্ত করা হয়।

প্রচারের পদ্ধতি ছিল পথসভা, হ্যান্ডবিল বিতরণ, পোস্টারিং, বিদ্যালয় পরিদর্শন (বিদ্যালয় শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সাথে আইন প্রয়োগের বিষয়ে কথা বলা), দলে বিভক্ত হয়ে পাড়াগুলির বাড়ি বাড়িতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের

শেষাংশ ৩ পাতায়

ওয়েবেনের রাজ্য পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা

গত ২৩-২৬ এপ্রিল ওয়েবেনের রাজ্য পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা, ২০১২ অনুষ্ঠিত হয় আইআইটিডি, জোকাতে। ওয়েবেনের কাজের সুবিধার্থে, ওয়েবেনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন ভাবনাকে মাথায় রেখে ও কাঠামোকে আরোও সরলীকৃত করার জন্য ওয়েবেনের সংবিধান সংশোধন ও পরিকাঠামোর পরিবর্তনের জন্য সভায় বিষয়টি আলোচনা করা হয়। ওয়েবেনের বর্তমান রাজ্য কমিটির কাছে প্রস্তাবগুলি পেশ করা হয় ও পুনর্বিবেচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহিত হয়।

রাজ্যস্তরে – ১) ওয়েবেনের একটি রাজ্য সাধারণ কমিটি থাকবে, যেখানে জেলা থেকে দুইজন প্রতিনিধি থাকবেন। এই দুজন প্রতিনিধির মধ্যে একজন জেলা আহ্বায়ক থাকা আবশ্যক। জেলা এই দুজন প্রতিনিধি মনোনীত করবেন। এই সভায় উত্তরবঙ্গের একজন প্রতিনিধি থাকবেন। ২) রাজ্য কমিটিতে একজন রাজ্য আহ্বায়ক থাকবেন, যিনি উপরোক্ত সাধারণ সভা থেকে নির্বাচিত হবেন। ৩) রাজ্যতে ৮ জনের একটি সম্পাদকমন্ডলী থাকবে, ৪) রাজ্য সাধারণ কমিটি বছরে ৩ বার সাধারণ সভা এবং একবার বার্ষিক পরিকল্পনা সভা অর্থাৎ মোট ৪টি সভায় মিলিত হবেন। ৫) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী বছরে ৯টি সভায় মিলিত হবেন।

জেলাস্তরে – ১) একটি জেলা কমিটি থাকবে, যেখানে সর্বাধিক ১১ জন, এবং সর্বনিম্ন ৯জন সদস্য থাকবেন, ২) এই কমিটি মাসে একবার সভা আহ্বান করবে। ৩) এই কমিটি থেকেই রাজ্য সাধারণ সভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। রাজ্য ও জেলাস্তরের বিদায়ী আহ্বায়কগণ জেলা কমিটির প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। এই কমিটিগুলি ৩ বছর অন্তর রাজ্য বার্ষিক পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভায় পরিবর্তন করা হবে।

এই সভায় জেলার গতবছরের কাজের প্রতিবেদন পরিবেশন করেন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ। এরসঙ্গে রাজ্যস্তরের প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

এরপর মূলত আগের দিনের জেলা ও রাজ্যের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাজের মূল্যায়ণ থেকে কি কি পাওয়া গেল আর কি কি পাওয়া গেলনা সে বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়।

এরপর আগামী বছরের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় এবং কি কি ইস্যুতে কোন কোন দিকগুলি নিয়ে কাজ করাহবে, কাদের সঙ্গে কাজ করা হবে এবং কি কি কৌশল অবলম্বন করা হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটিতে উপস্থিত সকলেই মতামত প্রকাশ করেন ও আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনের কাছে সেটি চূড়ান্তকরণের জন্য পেশ করা হয়।

সম্মেলনে অংশ নিয়ে শিশুরা তাদের মনের খবর জানাল

ওয়েবেনের মূল লক্ষ্য হল শিশু অধিকারকে সাম্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠা করা এবং এর জন্য ওয়েবেনের সদস্যরা শিশুদের অহশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কগুলি তৃণমূলস্তর থেকে শুরু করে জেলাস্তর পর্যন্ত শিশুদল গঠনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে সারা বছরে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে। এই শিশু দলের প্রতিনিধিরা রাজ্যস্তরেও বিভিন্ন কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে। রাজ্য ও জেলা স্তরে সচেতনতা শিবির, স্মারকলিপি

জ্ঞাপন, র‍্যালিতে ও প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করা, প্রেস মিটে সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া, বিধায়ক ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথোপকথন এই কর্মসূচীগুলির মূল অংশ। সেই সূত্রেই গত ২৭-২৮ এপ্রিল আইআইটিডি, জোকাতে একটি রাজ্যস্তরীয় শিশু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে ৭টি জেলা থেকে মোট ২১ জন শিশু প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। শুরুতেই উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর শিশু সম্মেলনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তাদের কাছে তুলে ধরা হয়। খেলাচ্ছলে পরস্পরের পরিচয় জানার পরে শিশুকেন্দ্রিক দুটি সিনেমা তাদের দেখানো হয় এবং তারা এই সিনেমা থেকে কি কি ধারণা পোষণ করে এবং কি শিক্ষা গ্রহণ করলো সে বিষয়ে তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে। যেমন ১) শিশুদেরও তাদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আছে, ২) লক্ষ্য যদি সঠিক হয়, সাফল্য আসবেই, ৩) দলগত কাজের মূল্য অপরিসীম, ৪)অনেকসময় অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদের সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করেননা ইত্যাদি। এই সম্মেলনে শিশুরা তাদের প্রতিভার পরিচয়ও দেয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে আগত শিশু প্রতিনিধি সোনু হালদার তার স্বরচিত নাটক 'আমরা শিক্ষা চাই' এবং পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আগত শিশু প্রতিনিধি খান আবদুল হাই এবং কৃতি পাল 'শিক্ষা চাই' নামে দুটি নাটক পরিবেশন করে। এরসঙ্গে শিক্ষা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে একটি কুইজ এর আয়োজন করা হয়। এরপর দ্বিতীয় দিন প্রতিনিধিরা নিজের জেলায় বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে দলগত আলোচনার মাধ্যমে। এই আলোচনায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা উঠে আসে যেমন – পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষকদের পড়ানোর ঘাটতি, শিক্ষকদের সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে না আসা, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, বিদ্যালয়ে শাস্তি দেওয়া, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং খেলার মাঠ, লাইব্রেরী, আলাদা শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি না থাকা, সঠিক সময়ে মিড-ডে-মিল না দেওয়া বা অনিয়মিত ব্যবস্থা, বৈষম্য, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনে যুক্ত থাকা ইত্যাদি।

এরপর NCPCR-এর শিক্ষা অধিকার আইন সংক্রান্ত রাজ্য পরামর্শদাতা শ্রী প্রবীর বসু নিজে এবং শ্রী পার্থ রায়ের প্রতিনিধি শ্রী কৌশিক দত্ত শিশুদের সঙ্গে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। শিশুরা তাদের দলগত আলোচনা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলি সম্পর্কে জানায় এবং শ্রী বসু তাদের বেশ কিছু সুপরামর্শ দেন। এছাড়াও শিশুরা শিক্ষা অধিকার আইন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে– ১) যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাবে, তাদের অভিভাবকরা বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতে থাকতে পারবেন কি? ২) বয়স ভিত্তিক শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া কেমন হবে? ৩) শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষক না থাকার সমস্যা, ৪) মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, ৫) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে সুযোগসুবিধা ইত্যাদি।

এছাড়াও তারা বলে যে আইন থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও তাদের নিজেদের অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে তুলে ধরে। শ্রী বসু শিশুদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে স্বাগত জানান এবং পরামর্শ দেন যে NCPCR-এর চেয়ারপারসন শ্রীমতি শান্তা সিনহার সঙ্গে শিশুদের নিয়ে এই ধরণের আলোচনার আয়োজন ওয়েবেন যদি করে তাহলে তা ফলপ্রসূ হবে। দুদিনের এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ওয়েবেনের অন্যতম রাজ্য আহ্বায়িকা শ্রীমতি দীপালি নন্দী। তিনি শিশু প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনের বিষয়গুলি থেকে কি কি তারা জানতে পারল এবং কি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলো সেগুলি তাদের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পরামর্শ দেন।

১ পাতার শেষাংশ ....হ্যান্ডবিল বিতরণ, তথ্য সংগ্রহ এবং আইন সম্পর্কে প্রচার। কোথাও কোথাও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি / মহিলা দল / অভিভাবকদের নিয়ে সভা করা হয় এবং বিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ সরকারী বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত করার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়।

পক্ষকালব্যাপী এই প্রচারাভিযানের শেষে কাজ হিসেবে স্থির করা হয় জেলাগুলি সংগৃহিত তথ্য নিয়ে প্রেস মিটের মাধ্যমে বা সরাসরি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলে এবং সংগৃহিত তথ্য নিয়ে জেলা পরিদর্শক, এস. আই, পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা শাসক, বিডিও ও অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে জমা দেয়। যে গ্রামে প্রচার অভিযান করা হল সেই গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (শিক্ষক, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রধান, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য, স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধি) ওয়েবেনের কাজে সক্রিয় করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

এই প্রচার অভিযানে সংগৃহিত তথ্য অনুযায়ী ওয়েবেনের কাজের এলাকার ৯টি জেলার (এর মধ্যে আছে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও মালদা) ৬০টি গ্রামের ৮৪টি জিপির ও ৪টি পৌরসভার ১২৯টি গ্রামে মোট ১২১০ জন বিদ্যালয়ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অনেক এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে ওয়েবেন কাজ করেনা।

এর মূল কারণ হিসাবে যা জানা গেছে সেগুলি হল – আর্থিক সমস্যা, বাড়ির কাছাকাছি স্কুল না থাকা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, বিদ্যালয়ে শাস্তি, বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর অভাব, বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি নেওয়া, লটারিতে নাম না থাকা, শ্রমে নিযুক্তি, পরবর্তী শ্রেণিতে অনুত্তীর্ণ হওয়া, অনাথ ও অভিভাবকহীন শিশুর দেখাশোনা করার ব্যক্তির অভাব, বিভিন্ন কারণে ভর্তি নিতে অস্বীকার করা ইত্যাদি। এরসঙ্গে আছে বাবা-মায়ের সচেতনতার অভাব ও শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে প্রায় অন্ধকারে থাকা।

ওয়েবেন পরবর্তিকালে পশ্চিমবঙ্গের আরো ৩০০টি গ্রামে এই প্রচার অভিযানের আয়োজন করবে বলে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

বিদ্যালয় ছুট শিশু : সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করল ওয়েবেন

সালের ১ এপ্রিল থেকে বিনাব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ কার্য্যকর হলেও এ রাজ্যের বহু শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। গত ২৭ জুন, ২০১২ কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ''শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ অভিযান, ২০১২ – একটি প্রতিবেদন'' শীর্ষক একটি রিপোর্টের প্রকাশ উপলক্ষ্যে একথা জানান ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা। তিনি জানান, এপ্রিল-মে, ২০১২, এই দুই মাসে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে ৯টি জেলার ৬০ টি ব্লকের অন্তর্গত ৮৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৪টি পৌরসভায় মোট ১২৯টি গ্রামে শিক্ষা অধিকার আইন প্রচারের সময় তাঁরা ১২১০ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পান। নানা কারনে এই সব শিশুরা বিদ্যালয় ছুট হয়েছে। এরমধ্যে, আর্থিক বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয় না থাকা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, বিদ্যালয়ে শাস্তি, পরিকাঠামোর অভাব, বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি নেওয়া, পরিকাঠামোর অভাব, লটারিতে নাম না থাকা, শিশু শ্রমিক, অনুত্তীর্ণ হওয়া, অনাথ ও অভিভাবকহীন শিশুর দেখাশোনা করার ব্যক্তির অভাব, ভর্তি নিতে অস্বীকার করা অন্যতম বলে জানানো হয়। এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রাই – চাইল্ড রাইটস্ এ্যান্ড ইউ-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সত্যগোপাল দে। তিনি বলেন, শিক্ষা অধিকার আইন যথাযথ প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওয়েবেন-এর যুগ্ম রাজ্য আহ্বায়ক রুহুল আমীন ও দীপালি নন্দী। আগামী দিনে আরও ৩০০-র বেশি গ্রামে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে এই প্রচার ও সমীক্ষা করা হবে বলে জানানো হয়।

ওয়েবেন সংবাদ

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কার্যক্রম বিষয়ক সংবাদ

শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা সভা

পূর্ব মেদিনীপুর

গত ৯ই জুন কাঁথির ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাপীঠে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই সভাতে ময়না, খেজুরি–১, দেশপ্রাণ–২, নন্দীগ্রাম–২, কাঁথি–১ ও ৩, চন্ডীপুর, ভগবানপুর–২ থেকে ৩৫টি দলের প্রতিনিধিসহ মোট ৭৩ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতেই জেলার অন্যতম আহ্বায়ক শ্রী সমর বরণ মান্না তাঁর স্বাগত ভাষণে ওয়েবেনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এরপর জেলার শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে প্রচার ও তথ্য সংগ্রহের কথা ও তার ফলাফল তুলে ধরেন। এরপর পরিচয় পর্বের পর জেলা কমিটির সদস্যা ও রাজ্যের অন্যতম আহ্বায়িকা শ্রীমতি দীপালি নন্দী এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগে স্বনির্ভর দলের ভূমিকার কথাও আলোচনা করেন। এই আলোচনার পরে রাজ্য সঞ্চালক এবং শ্রীমতি নন্দী শিক্ষা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারাগুলি তুলে ধরেন। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নিয়মাবলী এবং বর্তমান অবস্থার কথাও আলোচনা করেন। সভার দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্য শ্রী স্বপন পন্ডা শিক্ষা অধিকার তথা শিশু অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথাও তুলে ধরেন। এরসঙ্গে প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা বেশ কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সবশেষে আলাপ আলোচনার পর নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি স্থির করা হয়–

১) স্বনির্ভর দলে আলোচনা করা সহমত নেওয়া ও কি করা উচিত, ২) গ্রাম সংসদে আলোচনা সভার আয়োজন করা, ৩) গ্রাম সংসদে স্কুলছুট শিশুকে চিহ্নিত করা,৪) সংসদে যে বিদ্যালয়গুলি রয়েছে সেখানে শিক্ষা অধিকার আইন মোতাবেক কি কি নেই সেগুলি চিহ্নিত করা, ৫) পোস্টারিং, হ্যান্ডবিল বিতরণ, ৬) পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে DI, SI–এর কাছে অভিযোগ জমা দেওয়া, ৭) অভিভাবককে সচেতন করা। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যারা কাজ শুরু করবেন তারা ওয়েবেনের সদস্যদের জানাবেন। সভার আয়োজন করা হলে প্রয়োজনে দীপালি নন্দী, স্বপন পন্ডা, সমর বরণ মান্না, সুস্মিতা চন্দ যেতে পারেন। এই কর্মসূচীগুলির জন্য ওয়েবেনের পক্ষ থেকে আংশিক আর্থিক সাহায্য করা হবে। আলোচনাসভায় সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়না ব্লকের পক্ষ থেকে।

বর্ধমান

গত ১০ই জুন বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে মন্তেশ্বর গৌরমোহন রায় কলেজে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক একটি জেলাস্তরীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষক, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও জেলা ওয়েবেনের আহ্বায়ক শ্রী অরুণ সাঁই ও জেলা ওয়েবেনের সদস্যবৃন্দসহ মোট ৫০ জন। এই সভায় মূখ্য বক্তা ছিলেন ওয়েবেনের রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রী স্বপন পন্ডা এবং বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটি ডেপুটি ডিরেক্টর ও ওয়েবেনের সদস্য শ্রী অতনু সাঁই। শ্রী পন্ডা তাঁর বক্তব্যে শিক্ষা অধিকার আইনের নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরেন। এর মধ্যে তিনি শিক্ষকদের দায়িত্ব, বিদ্যালয়ের অনুমোদনের প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। এরপর তিনি সম্প্রতি প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগগুলি জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের কাছে জানানোর কথা উল্লেখ করেন। সবশেষে এই আইন প্রয়োগের জন্য সকলের মিলিত উদ্যোগের প্রস্তাব দেন। এরপর শ্রী অতনু সাঁই বর্তমান বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়টি আলোচনা করেন। তিনি বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে সেবিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি আইনের মাধ্যমে শিক্ষকদের দায়িত্বের দিকটি উল্লেখ করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে আইনের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে অংশগ্রহণকারী ও উপস্থিত সাংবাদিকরা নানান প্রশ্ন উত্থাপন করেন। শ্রী পন্ডা ওয়েবেনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ৯টি জেলায় আইনটি নিয়ে প্রচার অভিযান ও তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালা

হুগলী

হুগলী জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্মের উদ্যোগে গত ৩ মার্চ, ২০১২ মাখলা মুক্তধারার কার্য্যালয়ে ''শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ ও তার প্রয়োগ'' বিষয়ে সদস্যদের ধারনাবৃদ্ধির জন্য এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় আইনের প্রতিটি ধারা এবং পরিশিষ্ট ছাড়াও আমাদের রাজ্যে এই আইনটি প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি ও রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন নির্দেশিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের তালিকা তৈরি করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জানানো, শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তার অভিযোগ সংগ্রহ করা ও জমা দেওয়া, আইনটি প্রয়োগের জন্য রাজ্য নিয়মাবলী তৈরি করা ও রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবিতে পোস্ট কার্ড ক্যাম্পেইন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ৬ মার্চ, ২০১২ সুন্দরবন সোস্যাল ডেভলপমেন্ট সেন্টারের কার্য্যালয়ে ''শিক্ষা অধিকার আইন'' বিষয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় শিশুর অধিকার এবং শিক্ষা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আইনের ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক দিক, আমাদের রাজ্যে এই আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি, রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘন হলে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য নিয়মাবলী তৈরি ও রাজ্য শিশু অধিকার

সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবি জানিয়ে পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন ও সই সংগ্রহ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর

গত ২ জুন, ২০১২ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের জন্য শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় ৩২টি সিবিও ও এনজিও প্রতিনিধিসহ মোট ৬৩ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালার আয়োজন করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক। উপস্থিত প্রতিনিধিদের পরিচয় পর্বের পর জেলা নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক সমরবরন মান্না কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। কাঁথি ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাপীঠ-এ অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন ধারা সবিস্তারে আলোচনা করেন ওয়েবেন-এর রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা। তিনি আইনটি যথাযথ প্রয়োগের জন্য নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। গত ১৬ মার্চ, ২০১২ রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আইনটি প্রয়োগের জন্য যে রাজ্য নিয়মাবলী তৈরি করেছে এবং এই আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করেন ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা আইনটি প্রয়োগে নিজের নিজের এলাকায় সচেষ্ট হবেন বলে জানান। এই কর্মশালায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তিনমাস পর এই প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার সভার আয়োজন করা হবে এবং তাঁরা গ্রামস্তরে প্রচারের জন্য একটি করে গ্রামের দায়িত্ব গ্রহন করবেন।

শিশু সম্মেলন

উত্তর ২৪ পরগণা

গত ৮ই এপ্রিল স্বনির্ভর কার্যালয়ে একটি জেলা শিশু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে বসিরহাট-১ ও ২, বাদুরিয়া, স্বরূপনগর, দেগঙ্গা, হাবরা ব্লক থেকে ২৬ জন শিশু দলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। প্রথমে পরিচয় পর্বের পরে এই সম্মেলন আয়োজনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেন জেলা কমিটির সদস্য শ্রী সমীর বিশ্বাস। এরপর রাজ্য সঞ্চালক শিশু অধিকার এবং এই সম্মেলনের উদ্যোশ্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। জেলার অন্যতম সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রী গৌরগোপাল সরদার শিশুর অধিকার এর প্রেক্ষাপট ও ওয়েবেনের ভূমিকা, শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। এরপর আগত শিশুদের দলগত আলোচনা করা হয়। বিষয় - তারা বিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয় তা সমাধানের জন্য তাদের মতামত কি কি ও কাদের ভূমিকা থাকা উচিত। দলগত আলোচনার পর তারা তাদের আলোচনার বিষয়গুলি পরিবেশন করে এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক শিশুরা তুলে ধরে এবং বেশ কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তারা এখানে উল্লেখ করে। এরপর সিদ্ধান্ত হয় তারা তাদের এলাকায় এই আলোচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে শিশু দলের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং শিশু অধিকার বিষয়ে ওয়েবেনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধারাবাহিক কর্মসূচী পালন করবে।

পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ২ জুন, ২০১২ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কাঁথি ক্ষেত্র মোহন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় ১০ জন ছাত্র ও ৭ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়ক দীপালি নন্দী কর্মশালা পরিচালনা করেন। তিনি সহজ করে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তারা নিজেদের বন্ধুদের সাথে এই আইন নিয়ে আলোচনা করবে বলে জানান।

শিক্ষা অধিকার আইন চালু হবার পর স্কুলছুট কমলেও ঘাটতি রয়ে গেছে অনেক বিষয়ে

সংবাদ সংকলন : শিক্ষা অধিকার আইন চালু হবার পর বিগত দু'বছরে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্কুলছুটের হার কিছুটা হলেও কমেছে। স্কুলছুটের হার ২০০৮-১০ সালের ৯.১ শতাংশ থেকে কমে ২০১০-১১ সালে হয়েছে ৬.৯ শতাংশ। তবে সব রাজ্যে অবস্থাটা সমান নয়। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও নাগাল্যাণ্ডে কমলেও হরিয়ানা ও মিজোরামে বেড়েছে। এছাড়া মেয়েদের নথিভুক্তি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর এসসি-এসটি-দের ক্ষেত্রে সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে।

শিক্ষা অধিকার আইন চালু হবার পর যেসব নতুন বিদ্যালয় শুরু হয়েছে সেগুলির শতাংশে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ১৬ শতাংশে টয়লেট নেই আর ৪৫ শতাংশে খেলার মাঠ ও পাঁচিল নেই, যেগুলি থাকা আইন অনুসারে বাধ্যতামূলক। এছাড়া ২০ শতাংশ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই (professional qualifications) আর ৯ শতাংশ বিদ্যালয় এক শিক্ষক-বিশিষ্ট। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতও সন্তোষজনক নয়। যেখানে এই অনুপাত ৩৫:১ হওয়ার কথা সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে তা অনেক বেশি আর ৩৩ শতাংশ উচ্চ প্রাথমিকে তা ৩৫:১। Last Updated : 02 Apr 2012

শিশুশ্রমে দেশে ১.২০ লক্ষ কোটি কালো টাকা তৈরি হচ্ছে

২০০৬ সালের অক্টোবরে ভারত সরকার শিশুশ্রম বিরোধী আইন Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986, সংশোধন করে ১৪ বছরের কমবয়সিদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু এটা সকলেরই জানা শিশুশ্রম চলছেই, আইন কাগজে তাকবন্দী হয়ে আছে। বচপন বাঁচাও আন্দোলন, যে সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে শিশুশ্রমের বিরোধিতা করে আসছে, গত বছরের জুনে Capital Corruption : Child Labour in India শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিশুদের দিয়ে শ্রম করিয়ে লোভী মালিকরা দেশে ১.২০ লক্ষ কোটি কালো টাকা তৈরি করছে। যে সময়ে বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা কালো টাকা উদ্ধার নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে সে সময়েই এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট অনুসারে ভারতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ছ'কোটি, যারা বছরে অন্তত দু'শ দিন কাজ করে দৈনিক ১৫ টাকা মজুরিতে। সুতরাং বছরে তাদের মোট রোজগার ১৮,০০০ কোটি টাকা। তাদের জায়গায় যদি বয়স্ক শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হত তাহলে রোজ দিতে হত কম করে ১১৫ টাকা। মোট দিতে হত ১,৩৮,০০০ কোটি টাকা। পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে ১,২০,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই পরিমাণ টাকাই কালো টাকা হয়ে জমছে।

যৌথ উদ্যোগে ওয়েবেন

শিক্ষার অধিকার প্রয়োগে সম্মিলিত উদ্যোগ

শিশুর শিক্ষার অধিকার ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক বা মঞ্চ এ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে এই সকল মঞ্চ একসাথে নানা কাজ করেছে, একে অপরের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। সম্প্রতি এই নেটওয়ার্ক-এর প্রতিনিধিরা একসাথে আলোচনার ভিত্তিতে গঠন করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম। শিক্ষার অধিকার প্রয়োগকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই ফোরাম কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এডুকেশন চ্যাপ্টার, ক্যাম্পেইন এ্যাগেনস্ট চাইল্ড লেবার, হাঙ্গার ফ্রি ক্যাম্পেইন - ওয়েস্ট বেঙ্গল, গৃহ অধিকার মঞ্চ এই পাঁচটি নেটওয়ার্কের উদ্যোগে এই ফোরাম গঠন হয়েছে। ফোরামের যৌথ আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বপন পন্ডা এবং মহ: ইস্রাফিল। মোট ১১ জনের একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী দিনে রাজ্যে শিক্ষা অধিকার আইন যথাযথ প্রয়োগের জন্য এই সম্মিলিত উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিভিন্ন নাগরিক সমাজের ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদ্।

শিক্ষা অধিকার আইন সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিষয়ক আলোচনা সভা

ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের উদ্যোগে গত ২১ জুন, ২০১২ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস কনফারেন্স হলে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর গত ১৬ মার্চ যে রাজ্য নিয়মাবলী প্রকাশ করেছে তা কতটা শিশুবান্ধব এই বিষয়ে আলোচনাসভায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের পরিচয় পর্বের পর স্বাগত ভাষণ দেন ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক স্বপন পন্ডা। তিনি বলেন, ৮৬ তম সংবিধান সংশোধন, সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তারপর এত বছর বাদে যে আইন হয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগের জন্য সকলের একসাথে কাজ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা অধিকার আইনের বাস্তব পরিস্থিতির ওপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। ফোরামের কোর কমিটির সদস্য সম্পৃতা সেনগুপ্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের গঠন, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর ন্যাশনাল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের জাতীয় আহ্বায়ক অম্বরিশ রাই বলেন, সারা দেশে ৯৫ শতাংশ বিদ্যালয়েই এখনও শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ হয়নি। তিনি বলের অভিভাবকদের মধ্যে বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির জন্য ঝোক থাকলেও এখনও পর্যন্ত ৮০ শতাংশ শিশুই সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ে। এই আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য যৌথভাবে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমানে সুবিধাভোগী শ্রেণির স্বার্থে ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন।

সভার সভাপতি অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। কোনো রাজনৈতিক দলেরই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তিনি সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকা অপব্যবহারের প্রসঙ্গও তোলেন। তিনি ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে পরিবর্তনের কথা বলেন।

এর পর সম্পৃতা সেনগুপ্ত রাজ্য নিয়মাবলীতে শিক্ষা অধিকার আইনের সাথে যে সকল অসঙ্গতি রয়েছে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। মন ফাউন্ডেশনের মোহিত রনদীপ রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিদ্যালয়ে শাস্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি আমলাতান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক মূল্য বোধ দ্বারা পরিচালিত। শিশুদের কথা ভেবে মোটেই করা হয়নি। এই বিজ্ঞপ্তি বিদ্যালয় ছুট শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে এবং এই বিজ্ঞপ্তি শিশুদের অংশগ্রহণের অধিকারকে লঙ্ঘন করবে। পরিশেষে, তিনি বিদ্যালয়ে শাস্তি বন্ধে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের নির্দেশাবলী সঠিক ভাবে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সূর্যাংশু ভট্টাচার্য্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন।

এরপর জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের রাজ্য প্রতিনিধি প্রবীর বসু অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করেন। এই পর্বে রেপা, এস সি পি সি আর প্রসঙ্গ ছাড়াও বিদ্যালয় উন্নয়ন ফি বাবদ ২৪০ টাকা নেওয়ার বিজ্ঞপ্তির সমালোচনা করা হয়। সকলেই গ্রামস্তরে সচেতনতার বিষয়ে গুরুত্ব দেন। ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক মহ: ইস্রাফিল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঐদিন সভার শেষে কলকাতা প্রেস ক্লাবে ফোরামের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শ্রী অম্বরিশ রাই, শ্রী স্বপন পন্ডা, শ্রী প্রবীর বসু, মহ: ইস্রাফিল এবং শিশু প্রতিনিধি শর্মিষ্ঠা সিং। বক্তারা আইনটি সঠিক প্রয়োগ ও রাইট টু এডুকেশন ফোরাম গঠনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

সিসিআরপি আয়েজিত শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা সভা

গত ২৯-৩০ মার্চ, ২০১২ কোয়ালিশন অফ চাইল্ড রাইটস টু প্রোটেকশন বা সিসিআরপি শিশু সুরক্ষা বিষয়ক একটি রাজ্য স্তরীয় আলোচনা সভার আয়োজন করে রোটারি সদনে। আলোচনাসভার সূচনা করেন, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সভানেত্রী অধ্যাপিকা শান্তা সিনহা। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কর্ণাটকের রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্যা শ্রীমতি নীনা নায়েক। তিনি তাঁর বক্তব্যে নাগরিক সংগঠনগুলির ভূমিকা এবং সরকার ও নাগরিক সংগঠনগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী ভি ভি থাম্বি, IPS, DG, CID, প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী সমরেশ ব্যানার্জি। শ্রী থাম্বি তাঁর বক্তব্যে ব্যাপক প্রচার এবং সামাজিক নিরীক্ষণের কথা বলেন। শ্রী ব্যানার্জী বলেন ৯-১৫ বছরের শিশু কন্যারা সবথেকে বেশি বিপদের মধ্যে থাকে। অধ্যাপিকা সিনহা সরকারী প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার সমালোচনা করেন। তিনি আরো বলেন যে সামাজিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমান এবং দায়বদ্ধতাও এক। তিনি বিকেন্দ্রীকরণ, আইনি সচেতনতা এবং তৃণমূল স্তরে যৌথ উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচনার এই পর্যায়টি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন ক্রাই-এর পক্ষ থেকে শ্রী সত্যগোপাল দে। আলোচনা সভায় এই দুইদিন বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আয়োজিত হয়। যেমন -শিশু সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার ভূমিকা, শিশু সুরক্ষায় গোষ্ঠী ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, শিশু সুরক্ষা এবং কিশোর ন্যায়বিচার ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠনিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ও গোষ্ঠী সুরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর করা। এই আলোচনা সভার অন্যতম সহযোগী উদ্যোক্তা ছিল ওয়েবেন। ওয়েবেনের পক্ষ থেকে পাঁচজন জেলা প্রতিনিধি ও কর্মীসহ ৮ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ওয়েবেনের শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত পোস্টার বিতরণ করা হয়।

ওয়েবেনের পক্ষ থেকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল, ২০১১ বিষয়ে বেশ কিছু মতামত পাঠানো হয় ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য ও গণবন্টন ব্যবস্থার মন্ত্রকের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের কাছে।

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিয়মাবলী ও বিজ্ঞপ্তিসমূহ

ভারতের শিশুরা তাদের শিক্ষার অধিকারকে আইনি অধিকার হিসেবে পেয়েছে ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে, শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ লাগু হওয়ার মাধ্যমে। তবে এই আইনের মতোই রাজ্য নিয়মাবলীর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মতো কয়েকটি রাজ্যের অধিবাসীদের অপেক্ষা করতে হল প্রায় দু বছর। অবশেষে গত ১৬ই মার্চ, ২০১২ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এই নিয়মাবলীটির সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি এ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন রুলস, ২০১২

রুল ১ – সংক্ষিপ্ত নাম ও শুরুর তারিখ

সাব রুল (১) রুলের নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি এ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন রুলস, ২০১২

সাব রুল (২) অফিসিয়াল গেজেট–এ প্রকাশের তারিখ (১৬ই মার্চ, ২০১২) থেকে এই রুল কার্য্যকর হবে।

রুল ২ – সংজ্ঞা

এই রুলে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সাব রুল (সি)–তে বয়স অনুযায়ী শ্রেণিতে ভর্তির কথা বলা হয়েছে

(১) প্রথম শ্রেণির জন্য ৬ বছর এবং তার ওপরে কিন্তু ৭ বছরের কম

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য ৭ বছর এবং তার ওপরে কিন্তু ৮ বছরের কম

(৩) তৃতীয় শ্রেণির জন্য ৮ বছর এবং তার ওপরে কিন্তু ৯ বছরের কম

(৪) চতুর্থ শ্রেণির জন্য ৯ বছর এবং তার ওপরে কিন্তু ১০ বছরের কম

(৫) পঞ্চম শ্রেণির জন্য ১০ বছর এবং তার ওপরে কিন্তু ১১ বছরের কম

(৬) ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ১১ বছর এবং তার ওপরে কিন্তু ১২ বছরের কম

(৭) সপ্তম শ্রেণির জন্য ১২ বছর এবং তার ওপরে কিন্তু ১৩ বছরের কম

(৮) অষ্টম শ্রেণির জন্য ১৩ বছর এবং তার ওপরে কিন্তু ১৪ বছরের কম

বয়সের এই সংজ্ঞা প্রয়োগ হবে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অথবা ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের পর।

রুল ৩ – বিশেষ প্রশিক্ষণ

সাব রুল (২) – শিশু বয়স উপযোগী শ্রেণিতে ভর্তির ২ সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করবে শিশুটির বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সার্কেল প্রজেক্ট কো–অর্ডিনেটরকে জানাবেন এবং শিশুটির বাবা–মা অথবা অভিভাবককেও জানানো যে তাঁদের শিশুর বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

সাব রুল (৪) – এই বিশেষ প্রশিক্ষণের সময় কমপক্ষে ৩ মাস এবং শিশুর পর্যায়ক্রমে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

রুল ৪ – ৬ নং ধারার জন্য অঞ্চল অথবা সীমা

সাব রুল (১) – রাজ্য সরকার প্রতিবেশী বিদ্যালয় স্থাপন করবে

(এ) প্রাথমিক ক্ষেত্রে (অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি)

(১) গ্রাম – ১ কিমি

(২) শহর – ১/২ কিমি

(বি) উচ্চ প্রাথমিক ক্ষেত্রে (অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি)

(১) গ্রাম – ২ কিমি

(২) শহর – ১ কিমি

রাজ্য সরকার একের বেশি বিদ্যালয়ও স্থাপন করতে পারবে।

সাব রুল (২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ছাত্র সংখ্যা ৩০০–র বেশি হবে না এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ছাত্র সংখ্যা ৫০০–র বেশি হবে না।

সাব রুল (৪) – রাজ্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নিত করতে পারে এবং পৃথক সত্তা রেখেও প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়কে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করতে পারে।

সাব রুল (৬) – বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর নিয়মিত পরিবার এবং শিশু সমীক্ষা করবে বিদ্যালয় ছুট শিশু সম্পর্কে অবহিত হতে এবং অধিগম্যতা, ভর্তি, অংশগ্রহণ, বজায় রাখা এবং গুণমানের প্রাথমিক শিক্ষার দিক থেকে সমতা সুনিশ্চিত করতে সোস্যাল ম্যাপিং করবে।

রুল ৫ – স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তথ্য রক্ষনাবেক্ষণ

রাজ্য সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সার্কেল রিসোর্স সেন্টারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিশুদের জন্ম থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তথ্য রেজিস্টার রক্ষনাবেক্ষণ করবে।

রুল ৬ – আইনের ১২ ধারা ও উপধারা (২) অনুযায়ী শিশু প্রতি খরচ রাজ্য সরকার প্রদান করবে

রাজ্য সরকার দুর্বলতর শ্রেণির এবং পিছিয়ে পড়া বর্গের ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের খরচ বাবদ অর্থ প্রদান করবে।

রুল ৭ – ১৪ ধারার জন্য বয়সের প্রমাণপত্র

সাব রুল (১) – বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ১৮৮৬ সালের জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ আইন অনুযায়ী জন্ম সার্টিফিকেট না পাওয়া গেলে বয়সের প্রমাণ পত্র হিসাবে হাসপাতাল অথবা সাব সেন্টার অথবা আই সি ডি এস সেন্টার–এর রেকর্ড, রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাক্টিশনারের সার্টিফিকেট প্রমাণপত্র হিসাবে গৃহীত হবে অথবা এসব তথ্য না পেলে শিশুটির বাবা–মা অথবা অভিভাবক কর্তৃক শিশুটির বয়স বিষয়ক লিখিত ঘোষণাও গৃহীত হবে।

সাব রুল (২) – যে সকল বাবা–মা অথবা অভিভাবক বয়সের জন্য লিখিত ঘোষণা জমা দেবেন তাঁদের ভর্তির তারিখের ৬ মাসের মধ্যে জন্ম সার্টিফিকেট অথবা সাব রুল (১)–এ উল্লেখিত যে কোনো একটি ডকুমেন্ট জমা দেবার দায়িত্ব থাকবে।

রুল ৮ – ধারা ১৫ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির জন্য বর্ধিত সময়

সাব রুল (১) বিদ্যালয়ে ভর্তির বর্ধিত সময় শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার ৩ মাস পর্যন্ত

সাব রুল (২) যদি কোনো বিদ্যালয় ছুট শিশু শিক্ষাবর্ষের যে কোনো সময় পাওয়া যায় তাহলে ভর্তির সময় অথবা ভর্তির বর্ধিত সময় পেরিয়ে গেলেও ভর্তি নিতে অস্বীকার করা যাবে না।

রুল ৯ – রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠন না হওয়া পর্যন্ত রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশন অথরিটি (REPA) একটি অন্তবর্তীকালীন অথরিটি হিসেবে কাজ করবে

(REPA)–তে একজন চেয়ারপারসন ও ৬ জন সদস্য থাকবেন, যার মধ্যে ৩ জন মহিলা সদস্যা থাকবেন। সদস্যরা রাজ্য সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দ্বারা মনোনীত হবেন।

রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ (SCPCR) গঠন হলে REPA সমস্ত তথ্য SCPCR কে হস্তান্তর করবে।

রুল ১০ – বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত শংসাপত্র

এই রুল কার্য্যকর হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে পরিশিষ্ট – I –এ সংযোজিত ফর্ম–এ সংশাপত্রের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নে উল্লিখিত অর্থের ট্রেজারি চালান (অ–ফেরৎযোগ্য) জমা দিতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় – ৩০০০ টাকা

শহরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় – ৫০০০ টাকা

গ্রামাঞ্চলে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় – ৭০০০ টাকা

শহরাঞ্চলে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় – ১০০০০ টাকা

রুল ১১ – বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রত্যাহার

আইন অনুযায়ী স্বীকৃতির জন্য শর্তাবলীর কোনো একটি বা বহু শর্ত লঙ্ঘন হয়েছে মনে করলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বীকৃতি কেন প্রত্যাহার করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর চিঠি দিতে পারে, উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে তদন্ত কমিটি গঠন করে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে ডিরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন–এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পর্ষদকে স্বীকৃতি বাতিলের জন্য সুপারিশ করতে পারে। স্বীকৃতি প্রত্যাহার হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র–ছাত্রীদের যে কোনো প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে ভর্তির অধিকার থাকবে। কোনো বিদ্যালয় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না থাকার কারণে ভর্তি নিতে অস্বীকার করতে পারবে না । স্বীকৃতি প্রত্যাহারের নির্দেশের বিরুদ্ধে চার সপ্তাহের মধ্যে সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার–এর কাছে আবেদন করা যেতে পারে।

রুল ১২ – তথ্যের প্রকাশ

সংশ্লিষ্ট পর্ষদ একটি ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ করবে যেখানে অনুমোদিত এবং অ–অনুমোদিত সব বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

রুল ১৩ – ধারা ২১ অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির গঠন ও কার্য্যাবলী

সাব রুল – (১) প্রতি ৩ বছর অন্তর বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠিত হবে

সাব রুল – (২) প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের জন্য পরিশিষ্ট III অনুযায়ী পরিচালন কমিটি গঠিত হবে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি গঠিত হবে কমপক্ষে ১২ জন সদস্যকে নিয়ে।

(এ) পঞ্চায়েত এলাকার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের গ্রামসভার একজন নির্বাচিত সাংসদ এবং পৌরসভা/কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে নির্বচিত কাউন্সিলার/কমিশনার।

(বি) প্রধান শিক্ষক/টিচার ইন চার্জ

(সি) নিম্নলিখিত শ্রেণি ভিত্তিক অভিভাবকদের প্রতিনিধি ১০ জন

(১) প্রথম শ্রেণি – ২ জন সদস্য, ১ জন তপসিলি জাতি এবং ১ জন সাধারণ

(২) দ্বিতীয় শ্রেণি – ২ জন সদস্য, ১ জন তপসিলি উপজাতি এবং ১ জন সাধারণ

(৩) তৃতীয় শ্রেণি – ৩ জন সদস্য, ১ জন ওবিসি – এ, ১ জন তপসিলি জাতি এবং ১ জন সাধারণ

(৪) চতুর্থ শ্রেণি – ৩ জন সদস্য, ১ জন ওবিসি – বি, ২ জন সাধারণ। বিশেষ তালিকাভুক্ত সদস্য না পাওয়া গেলে সাধারণ তালিকা থেকেই পূরণ করা হবে মোট সদস্যদের মধ্যে ৫০ শতাংশ সদস্য মহিলা হবেন।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি প্রতি ২ মাসে ১ বার মিলিত হবেন, সভার সিদ্ধান্ত সঠিক ভাবে রক্ষিত হবে এবং জনগণকে তা দেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রধান শিক্ষক বা টিচার ইন চার্জ কমিটির আহ্বায়ক হবেন।

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে (পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠিত হবে Rules for Management of Recognized Non-Government Institutions (Aided and Unaided), 1969 অনুসারে।

রুল ১৪ – বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত

প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি আইন অনুযায়ী যে শিক্ষাবর্ষে গঠিত হয়েছে সেই শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে একটি বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং প্রত্যেক তিন বছরে একবার তৈরি করবে।

রুল ১৫ – শিক্ষকদের বেতন এবং কাজের শর্ত

সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন, ভাতা এবং কাজের শর্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী স্থির হবে।

রুল ১৬ – ধারা ২৪ অনুযায়ী শিক্ষকদের কর্তব্য

সাব রুল (১) ধারা ২৪–এর উপধারা (১) অনুযায়ী কার্য্যাবলী এবং ধারা ২৯ এর উপধারা (২) এর এইচ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ছাত্রদের ক্রমবর্ধিষ্ণু (cumulative) তথ্য সম্বলিত ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, যার ভিত্তিতে ধারা ৩০–এর উপধারা (২) অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার শংসাপত্র দেওয়া হবে।

সাব রুল (২)– ধারা ২৪এর উপধারা (১)–এর (এ) থেকে (ই) অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট কার্য্যাবলী ছাড়াও নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন –

(এ) শিক্ষক যে শিশুকে বিশেষ যত্ন ও নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করবেন তা শিশুটির বাবা–মা এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিকে জানাবেন।

(বি) প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ

(সি) পাঠক্রম তৈরি, পাঠ্যসূচীর বিকাশ, প্রশিক্ষণ মডিউল এবং পাঠ্যবই তৈরিতে অংশগ্রহণ

রুল ১৭ – শিক্ষকদের অভিযোগ নিস্পত্তি

সাব রুল ১ – কোনো বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা শিক্ষকমন্ডলীর কোনো অভিযোগ থাকলে তা প্রথমে লিখিত ভাবে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিকে জানাতে হবে এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি অভিযোগ পাবার ৪ সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

সাব রুল ২ – যদি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ব্যার্থ হয় অথবা শিক্ষক সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন, ওয়েস্ট বেঙ্গ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ (অ্যাডজুডিকেশন অফ স্কুল ডিসপুটস) কমিশনের কাছে আবেদন করা যেতে পারে।

রুল ১৮ – ধারা ৩০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর সংশাপত্র

সাব রুল ১ – প্রতিটি শিশুকে অষ্টম শ্রেণির শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সংশাপত্র সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রদান করবে, যা বিদ্যালয়টির অনুমোদনকারী পর্ষদের সচিবের দ্বারা স্বীকৃত।

সাব রুল ২ – শিক্ষাবর্ষ সম্পূর্ণ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে এই সংশাপত্র দেওয়া হবে এবং তা প্রধান শিক্ষক/প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং একজন সহকারী শিক্ষকের স্বাক্ষর সম্বলিত হবে।

রুল ১৯ – ধারা ৩৪ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী রাজ্য উপদেষ্টা পর্যদের সদস্যদের ভাতা এবং নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত

বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব বা আধিকারিক যাঁরা শিক্ষার সাথে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে যুক্ত অথবা বিজ্ঞান বা কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যাক্তিদের রাজ্য সরকার রাজ্যে উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারবে।

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগে এই রুলস ছাড়াও রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বেশ কিছু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তা নিম্নরূপ :–

ধারা ৩ (২) : ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের জন্য এমন কোনো বেতন বা খরচ দাবি করা যাবে না, যা তার শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি (No.187-SE(Law)/S/1A-01/09.-14th Feb, 2011) মারফত প্রতি বছর ২৪০ টাকা বিদ্যালয় উন্নয়ন ফি বাবদ নেওয়ার কথা বলেছে।

ধারা ১২ – স্কুলের দায়িত্ব হবে ২৫ শতাংশ আসনে ভর্তি হওয়া অনগ্রসর শ্রেণি শিশুরা যাতে ক্লাসে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় এবং তাদের জন্য পৃথক স্থান বা সময়ে পড়ানোর ব্যবস্থা না হয় তা সুনিশ্চিত করা। এই সমস্ত শিশুরা অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে পাঠ্য বই, পোশাক, লাইব্রেরি, ICT, extra curricular activity, খেলাধূলার সমান সুযোগ পাবে। এবং এদের প্রতি কোনো বৈষম্য হবে না। বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ আসনের জন্য স্কুল সরকার থেকে অর্থ সাহায্য পাবে। শিশু প্রতি খরচের সরকারি বরাদ্দ ও স্কুলের খরচের মধ্যে যে পরিমাণ কম, স্কুল সেই পরিমাণ অর্থ পাবে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (190-SE(Law)/S/1A-01/09-dtd 14th February, 2011) অনুযায়ী প্রত্যেক বেসরকারি বিদ্যালয়ে ২৫ শতাংশ পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিশুদের ভর্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। SC–২২, ST–০৬, OBC-A–১০, OBC-B–০৭, দুর্বলতর শ্রেণী–৫৫)

ধারা ১৩ (১): কোনো স্কুল বা ব্যক্তি শিশুদেরকে ভর্তি করার জন্য কোনো ক্ষেত্রেই ক্যাপিটেশন ফি এবং বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারবে না।

২০ ডিসেম্বর, ২০১১ বিজ্ঞপ্তি নং–৪৯৪ (১০০)–SSE/11 মারফত ২০১২ শিক্ষাবর্ষের জন্য লটারির মাধ্যমে ভর্তি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। লটারির মাধ্যমে কোনো শিশু ভর্তি হতে না পারলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (DI) ভর্তির ব্যবস্থা করবেন।

ধারা ১৭ (১): কোনো শিশুকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (1723-ES/S/10M-84/2010-dtd 24th November, 2010 এবং 09SE(S)-SL/5S-116/10 dtd. 6th January. 2011)– এর মাধ্যমে corporal punishment নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা ২৮ : কোন শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন বা সেই সংক্রান্ত কোনো কাজে যুক্ত হতে পারবেন না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (198-SE (LAw)/S/1A-01/09- dtd 14th February, 2011) অনুযায়ী শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন শিক্ষক যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধারা ২৫ (১) ও (২) (পরিশিষ্ট) : ছাত্র–শিক্ষক অনুপাতের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি হওয়া মোট ছাত্র–ছাত্রীর বিচারে ১২০ জন পর্যন্ত প্রতি ৩০ জন ছাত্র প্রতি ১ জন শিক্ষক, ১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত ৪০ জন প্রতি একজন শিক্ষক এবং একজন প্রধানশিক্ষক এবং ২০০ জনের ওপরে ৪০ জন প্রতি ১ জন (প্রধানশিক্ষক ব্যতিত) শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞপ্তি নং 1584-SE (S) / 1A-01/09 (Pt) 21st December, 2011–এর মাধ্যমে আইন অনুযায়ী ছাত্র:শিক্ষক অনুপাত ঠিক করতে সারা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ৫,৪৪৫ জন এবং উচ্চ প্রাথমিকসহ মাধ্যমিকে ৩৯,৫১০ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

ধারা ৩৪ (১) রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন : রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিশু বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে অনুর্দ্ধ ১৫ জনের একটি রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে।

এই ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি নং 1411-ES/S/7C-61/2010 dtd. 22nd November, 2011–এর মাধ্যমে রাজ্য উপদেষ্টা পর্যদ গঠন করা হয়েছে।

আমাদের আশা শিক্ষা অধিকার আইনের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের অগণিত শিশু গুণমানের শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসতে সক্ষম হবে এবং তাদের শিক্ষা তথা বিকাশের অধিকারের পথ সুগম হবে।

শিক্ষার অধিকার আইন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার

তপনকুমার দাস

প্রধান শিক্ষক, কাপাসহাঁড়িয়া অক্ষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, জনাই চক্র, হুগলী

ভারতের শিশুরা তাদের শিক্ষার অধিকারকে আইনি অধিকার হিসাবে পেয়েছে ২০১০ সালে ১লা এপ্রিল থেকে। তবে কেন্দ্রে ঐ আইন বলবৎ হলেও বিভিন্ন রাজ্য সরকার ঐ একই সময় থেকে বলবৎ করেনি। পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, গোয়া সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে ঐ আইনি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার কারণ দেখিয়েছে। বিশেষ করে আইনের বেশ কয়েকটি ধারা সম্পর্কে নানা বিতর্কের কারণও দেখা গেছে। এ বিষয়ে বহু আলাপ আলোচনা হয়েছে — কিছু কিছু ধারা যদিও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তবুও একজন শিক্ষক হিসাবে বলতে পারি এই 'বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনের অনেক ভাল দিকও রয়েছে। আলাপ আলোচনা করে যদি বিতর্কের বিষয়গুলি সংশোধন করে এটি প্রয়োগ করা হয় তাহলে এর ফল নতুন প্রজন্মের শিশুরা লাভ করবে। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার এক জাতীয় শিক্ষানীতি (National Policy on Education) গঠন করেন। এই শিক্ষানীতি ১৯৭৯ সালে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ঐ সময় ভারতে দ্রুত প্রশাসনিক পরিবর্তনের জন্য কার্যকর করা যায়নি। ১৯৮৫ সালে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধী রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের এক সভায় শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে সকলকে আহ্বান জানান। অবশেষে ১৯৮৬-র মে মাসে শিক্ষানীতি সংক্রান্ত বিলটি সংসদের উভয় সভায় অনুমোদন লাভ করে। একেই বলা হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি-১৯৮৬'। এই শিক্ষানীতিতে নারী, তফসিলী জাতি ও উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, বয়স্কদের শিক্ষার সুবিধার কথা বলা হয়। একদম নতুন প্রজন্মের শিশুকে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৪ বয়সী পর্যন্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার, গুণগত মান বাড়ানোর কথা বলা হয়। বিদ্যালয় ছুটদের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার কথাও বলা হয়। এই শিক্ষানীতিতে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় যে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করা। এছাড়াও শিক্ষকদের নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন, আচরণ বিধির পরিবর্তন, প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি NCTE (National Council of Teacher Education), DIET (District Institute of Education of Training), SCERT (State Council of Educational Research and Training) গঠন করা হয়। কিন্তু শিক্ষা সমালোচকরা এই জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬' কে - 'Old wine in a new bottle' বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে রামমূর্তি কমিটি এবং ১৯৯০ সালে জনার্দন রেড্ডির কমিটির মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৯৩ সালে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিং পার্লামেন্টে প্রস্তাব পেশ করেন। একে বলা হয় - National Policy on Education Revised Policy Formulation 1992'. ১৯৯৩ সালে ভারতে একটি স্মরনীয় ঘটনা ঘটে। অন্ধ্রপ্রদেশের জনৈক অধিবাসী উন্নিকৃষ্ণন সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ে করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল তাঁর বাড়ীর কাছে কোনও স্কুল না থাকায় ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারছেন না। বিচারক জীবন রেড্ডি ৫ জন বিচারকের সহায়তায় মামলার রায় দেন। তিনি ভারতীয় সংবিধানের ৩নং পরিচ্ছেদের (মৌলিক অধিকার) ২১নং অনুচ্ছেদের সাথে (যেখানে বাঁচার অধিকারের কথা বলা হয়েছে) এবং ৪নং পরিচ্ছেদের (নির্দেশাত্মক নীতি) ৪৫নং অনুচ্ছেদে মেল বন্ধন করেন এবং বলেন - শিক্ষা ছাড়া জীবন অর্থহীন এবং সবারই বাঁচার অধিকার আছে। সুতরাং সব শিশুরই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। এটা তাদের মৌলিক অধিকার। এরপরই ২০০১ সালে সর্বশিক্ষা অভিযান দেশব্যাপী শুরু হয়। দেখা গেছে ভারত স্বাধীন হওয়ার ৫০ বছর পরেও ৬-১৪ বছর বয়সী ২০ কোটি শিশুর মধ্যে ৪.২ কোটি অর্থাৎ ২১% শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা যায়নি। সারা দেশে অন্তত এক লক্ষ জনবসতি আছে যেখানে ১ কিমির মধ্যে কোনও বিদ্যালয় নেই। আর একটা বিশেষ সমস্যা নানা কারনে শিশুর মাঝপথে বিদ্যালয় পরিত্যাগ। এই সর্বশিক্ষা অভিযানের বলা হয় (১) ২০০৩ সালের মধ্যে ৫-১৪ বয়সী প্রতিটি শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা। (২) ২০০৬ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুর চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা (৩) ২০১০ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুর ৮ বছরের প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা ধরনের সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন অথবা পরিপূরক ব্যবস্থা, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়, ই.জি.এস বিদ্যালয়, সেতু পাঠক্রম (Bridge Course), বেসরকারী বিদ্যালয়। শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্যও নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো বৃদ্ধি, পরিবেশের সুব্যবস্থা, পরিপূরক বিদ্যালয় গড়ে তোলা, বিদ্যালয় ছুট শিশুদের চিহ্নিত করা ও তাদের বিদ্যালয়ে আনা। এছাড়াও উপযুক্ত অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ, মাতা শিক্ষক সমিতি গঠন, গ্রাম শিক্ষা সমিতি গঠন, বিদ্যালয়ে পানীয় ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার আয়োজন করা, অভিভাবক সভা আহ্বান করা ইত্যাদি।

সর্বশিক্ষা অভিযানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ২০০২ সালের এপ্রিল

সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্যে শর্তাবলী পূরণের ব্যবস্থা (প্রাথমিক শিক্ষা)

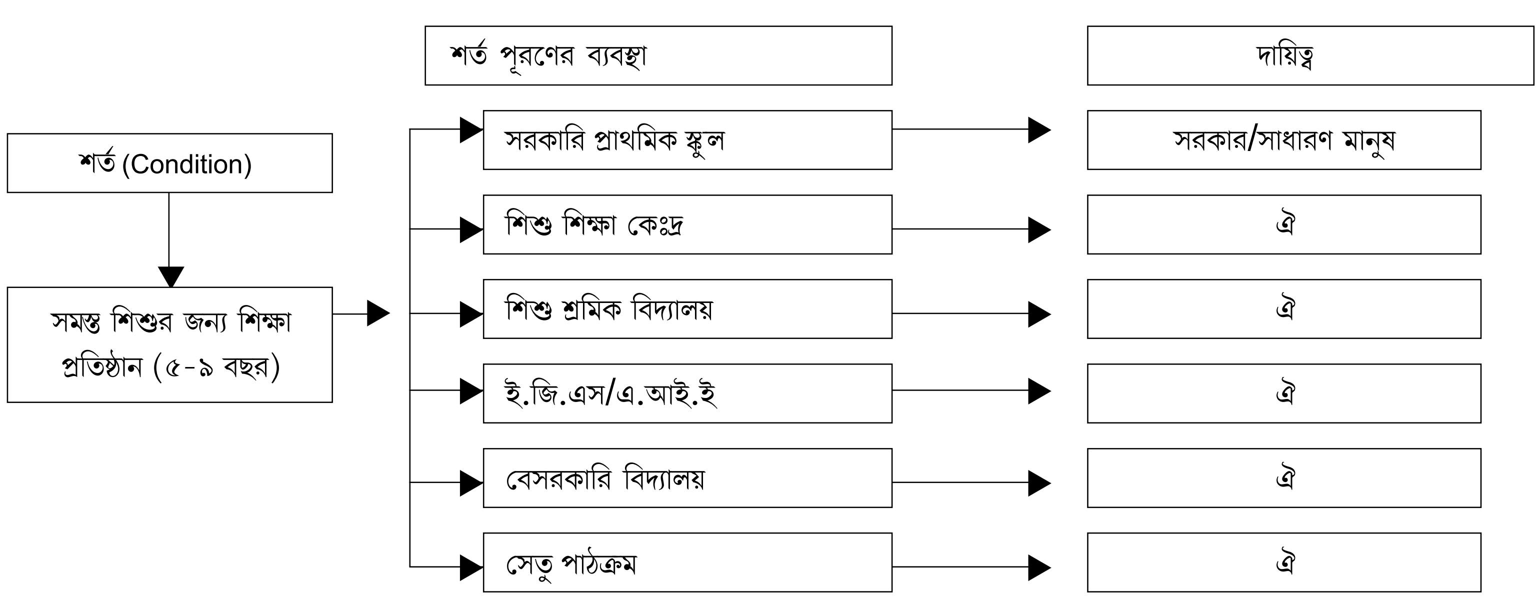

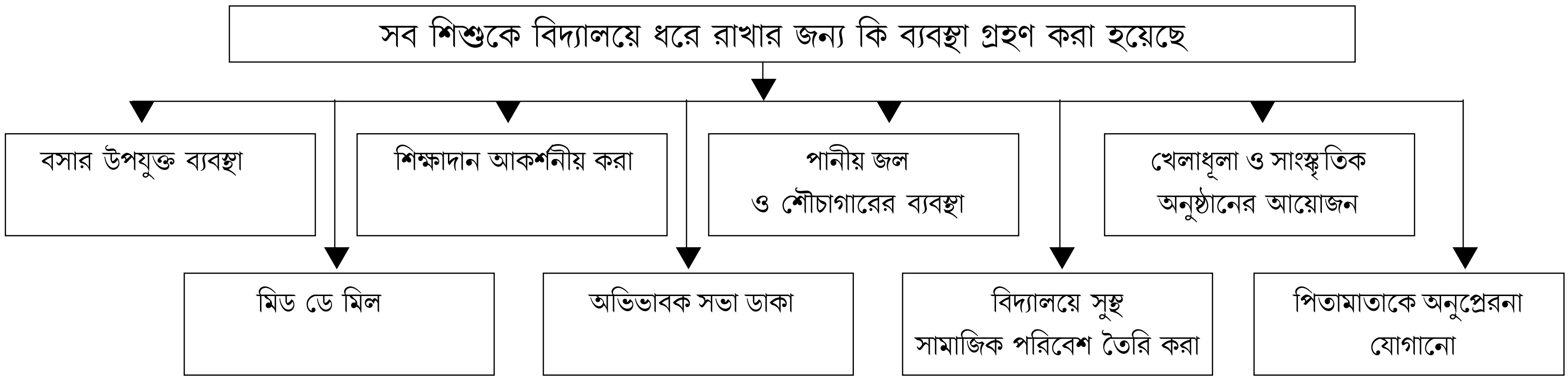

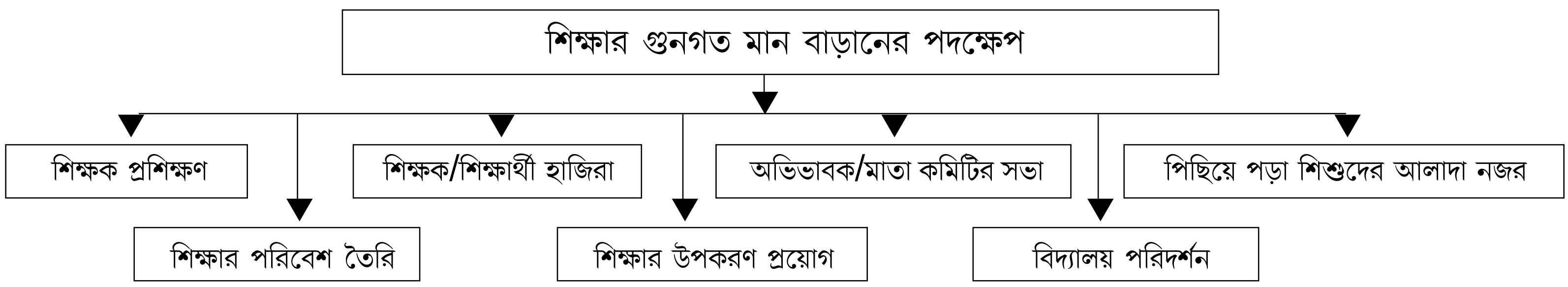

মাসে। শিক্ষার কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহনের সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রাম শিক্ষা কমিটি এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড এডুকেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা স্তরে পরিকল্পনা দল তৈরি হয়েছে। জেলা পরিকল্পননা দলের সঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও পুর প্রতিষ্ঠান সমূহ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা, শিক্ষক সংগঠন ও অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ও বালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের যাতে কোনও প্রতিবন্ধকতার, শিক্ষার হানি না হয় তার চেষ্টা করতে হবে।

২০০৮ সালে শিশুর শিক্ষার অধিকার আইনের খসড়া বিল তৈরি হয়। ২০০৯ সালে রাজ্য সভা ও লোকসভায় 'দি রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কমপালসারি এডুকেশন এ্যাক্ট, ২০০৯) পাস হয় এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে স্বাক্ষর করেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ সালে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এপ্রিল মাস থেকে শিশু শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনটি কার্যকর হয়। আইন কার্যকর হওয়া আর তার প্রয়োগ কতটা বাস্তবে রূপ পাচ্ছে তার মধ্যে বিশাল পার্থক্য থাকে। সম্প্রতি ২০০৯-১০ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা গেছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আমাদের রাজ্যে ভয়াবহ। সারা দেশের মধ্যে দুই নম্বর - প্রথম উত্তর প্রদেশ। বিহার - ওড়িশা - ঝাড়খণ্ড ও আমাদের পেছনে ফেলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৮৪ জন। এখানে একটা কথা বলা দরকার, শিশু শ্রমিক কমাতে আমাদের মত মানুষদেরও কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হবে। দেখা গেছে যার শিশু শ্রম রোধ আইন তৈরি করছে অথবা যাঁরা ঐ বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছেন তাঁদেরই বাড়ীতে একটু থাকা খাওয়ার জন্য শিশু শ্রমিক আছে। তাই শুধু এই আইন তৈরি নয় - শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকেও সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলিকেও এগুলিকে প্রথম সারিতে রাখতে হবে। আর এমনভাবে প্রচার করতে হবে যেন নিরক্ষর মানুষ ও শিশু শ্রমিক শিক্ষার সুফল সম্পর্কে সহজে বুঝতে পারে। আশা করি আপনার আমার সকলের চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি শিশু শিক্ষা অর্জন করে দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে এবং দেশকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আনন্দের কথা গত ১৬ মার্চ ২০১২ পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নিয়মাবলী ওয়েস্টবেঙ্গ রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি এ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন রুলস-২০১২ নামে চিহ্নিত হয়। ঐ তারিখ থেকেই এটি রাজ্যে কার্যকরী হওয়ার কথা বলা হয়। ঐ রুলে শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম ও তার প্রয়োগ উল্লিখিত হয়েছে।

শিশুর শারীরিক বিকাশ

তাপস জানা

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের পরিবেশ প্রতিযোগীতার পরিবর্তে সহযোগীতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা সবথেকে ভাল। প্রত্যেক মানুষই তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের উপযোগী নানারকম দৈহিক ও মানসিক উপকরণ নিয়ে জন্মায়। শিশু জন্মের সময় সেগুলি থেকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। তারপর যতদিন যেতে থাকে ততই সেুগলি এক অভ্যন্তরীণ বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং শেষে একদিন দেখা দেয় যখন সেগুলি তাদের পূর্ণ পরিণতিতে পৌছায়। মানবসত্তার এই জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে আমরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি। যেমন শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, বয়ঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি।

ডঃ আরনেষ্ট জোনসের মতে শৈশব থাকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত, Piager শৈশবকালের প্রথম দিককে অর্থাৎ ১৮ মাস থেকে ৬ বছর বয়সকে প্রাথমিক পর্যায় বা ধাপ বলেছেন। মানসিক ক্রিয়া নমণীয় এবং একে অন্যের সথে যুক্ত করা হয়। এই বিকাশের/উন্নয়নের ধাপে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হল। শিশুদের তাদের লিঙ্গ পরিচিতিতে সাহায্য করে। পরিচিতি ধারনার প্রয়োজনীয়তা হলো নির্দিষ্ট কাজের যোগসূত্র করা এবং পরিশেষে নিজের ও নিজস্ব ধারনা বিকাশের মূল হাতিয়ার।

শিশুর চিন্তার উপস্থাপন সংক্রান্ত বস্তু বা ঘটনার উপস্থাপন করতে মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবি কল্পনা করে নেওয়ার সামর্থ অর্জন করে।

শৈশব ক্রিয়াকালে সচেতন চিন্তাকারী স্বত্তার আত্মকেন্দ্রিকতা যার অর্থ স্বার্থপরতা নয়, অন্য দিকে এর অর্থ চিন্তা করতে অসমর্থ হওয়া, অন্যের একটা আলাদা মতামত থাকতে পারে।

শৈশব কালে কথা বলতে শেখা বা ভাষার উন্নতি। এই পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির শিশুদের মধ্যেও একই ধরনের ভাষা শেখার/কথা বলতে চেষ্টা করার ঘটনা দেখা যায়।

ভাষার উন্নতি বা কথা বলার উন্নতিকে ধারাবাহিক বা অধারাবাহিক বলে মত প্রকাশ করা হয়।

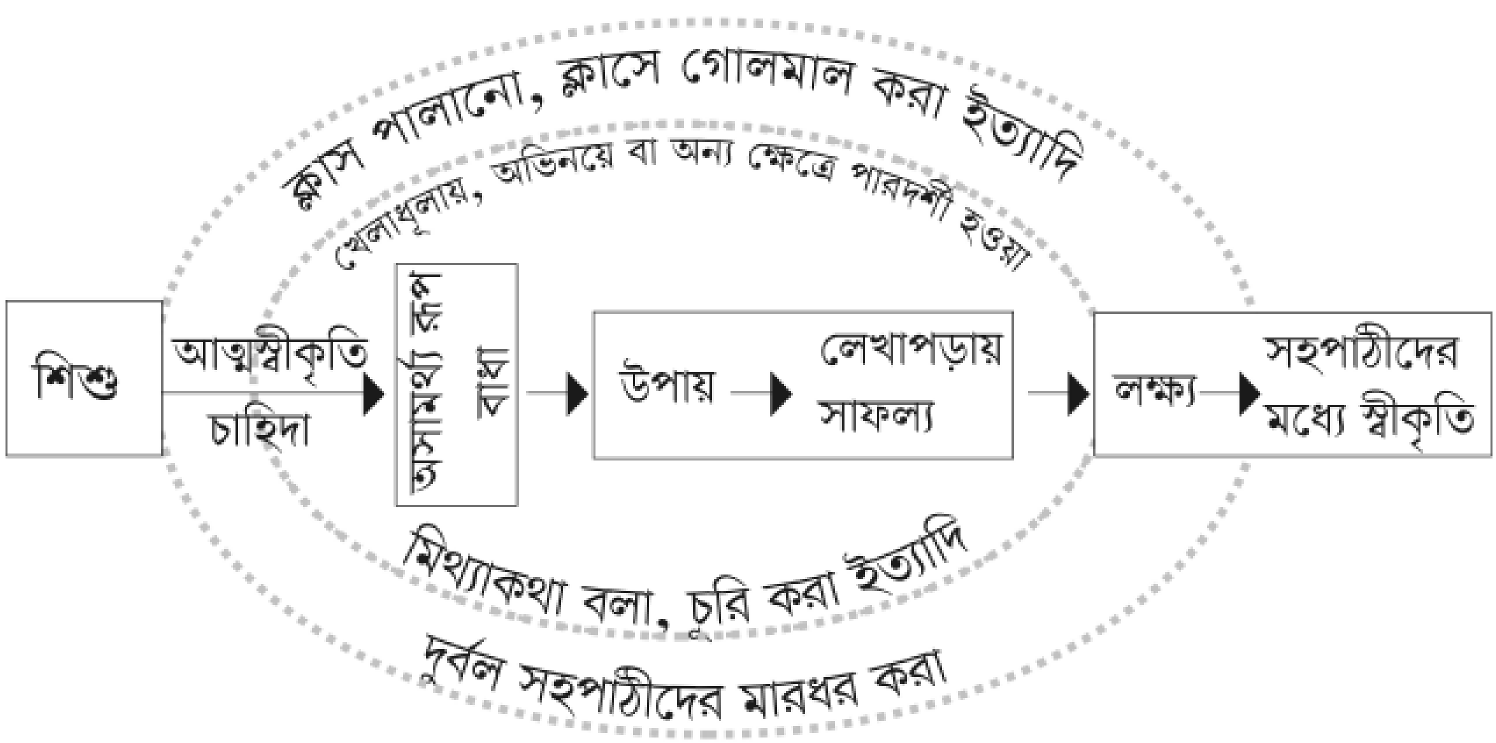

সঞ্চালন বা গতিশীলতা এবং দ্রুত ভাষার দক্ষতার উন্নতির কালে কিন্তু বর্হিবিশ্বের সমাজে প্রবেশ করে। সামাজিক পরিবেশের বিধি/নিয়ম কানুনের সাথে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামঞ্জস্য আসে তাকে সামাজিকিকরণ বলা হয়।

লিঙ্গের ভুমিকা সম্পর্কে তাদের ধারনার বিকাশ পিতামাতার সাহায্যে ঘটে। প্রথমে সমস্ত শিশু তাদের মায়ে সাথে তাদের পরিচিতি দেখে এবং তাদের মায়েদের মত আচরন করে। কিন্তু ৪ (চার) বছর বয়সে, শিশুরা লিঙ্গের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়। এবং ছেলেরা পুরুষদের আচরনের ধরন দেখতে শুরু করে একই ভাবে মেয়েরা মহিলাদের মত আচরন করে।

পরিণত হবার সাথে সাথে শিশুদের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক তার বন্ধুদের/খেলার সাথীদের সম্পর্ক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। শিশুর সাথে শিশুর পারস্পরিক ক্রিয়ার চরিত্র বা ধারা নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলে। ৩ বছর বয়সে শিশুরা সহযোগিতার মাধ্যমে খেলায় নিযুক্ত হয়। এই সময় শিশুরা অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। যদিও এই অন্যজন কয়েকদিনের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

শৈশবের প্রথমদিকে ছেলে এবং মেয়েরা অ–আনন্দদায়ক অনুভূতি সামাজিকভাবে কাম্য উপায়ে প্রকাশ করতে শেখে, এই অনুভূতি রাগ মিশ্রিত আচরণের সাথে প্রকাশ হয় এবং যা ছেলেদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। প্রাকবিদ্যার্থীরা রাগী হতে পারে কিন্তু একই সময়ে তারা সহানুভুতি প্রবণ সাহায্যকারী। এই ধরনের আচরণকে Pro-social বলা হয়। অনেকে মনে করেন টেলিভিশন শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্ট করে, কিন্তু সংগৃহিত তথ্য এই মত স্বীকার করে না।

জন্মাবার পর শিশু যে সকল আচরণ করে সেগুলি এই জৈবিক বা মৌলিক চাহিদাগুলি দ্বারাই মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য কেমন করে তার দেহগত অভাবগুলি মিটিয়ে সে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে।

[স্বাভাবিক পথে শিশুর আত্মস্বীকৃতি লাভের চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার যে নানাবিধ বিকল্প আচরনের সাহায্যে তার সেই অতৃপ্ত চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে থাকে]

শৈশবকালে শারীরিক বিকাশ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর দেখা যায়। সেদিকে চাহিদা কেন্দ্রিক একটি বিকাশের দিক। এই মহৎ সত্য থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষাকে শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক করে তোলার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি কোষ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম মানুষে পরিণত হয়। শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং শিশুর মানসিক, প্রাক্ষোভিক সামাজিক প্রভৃতি সবদিক গুলিরই বিকাশ তার শারীরিক বিকাশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

– গর্ভস্থকালীন আচরণ : প্রকৃতপক্ষে শারীরিক বিকাশ একটি অবিচ্ছিন্ন একক ঘটনা এবং সামগ্রিক, দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এর গুরুত্ব বোঝা যায় না। ভূমিষ্ট হবার মুহূর্ত থেকেই শিশুর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। প্রকৃত শারীরিক বিকাশ শুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে তার প্রকৃত জন্ম হয় ভূমিষ্ট হবার দশমাস আগে। মাতৃগর্ভে বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

– উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি : ব্যক্তি আচরন ও সঙ্গতি বিধানের স্বরূপ নির্ণয়ে তার শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। শিশু যেমন বড় হতে থাকে তেমনিই উচ্চতা ও ওজন দুই–ই বৃদ্ধি পায়। শিশুর জীবনের শুরুতে তার শারীরিক বৃদ্ধির হার বেশ দ্রুত থাকে।

– শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক ধারনা : শিশুর আচরনের উপর এবং নিজের সম্বন্ধে ধারনা এবং অপরের মনে যে যে ধারনা সৃষ্টি করে এ দুটি ব্যাপার বিশেষভবে প্রভাবিত হয় শিশুর নিজের শরীরের আয়তন ও দৈহিক শক্তির দ্বারা।

বৃদ্ধির হার এবং ধারা বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলির মধ্যে একটা মিল ও সমতা দেখা যায়। মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে কিছুটা দ্রুত।

– যৌবনাগমে শারীরিক পরিবর্তনের প্রভাব : যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। শরীরের আয়তনের এবং বিশেষ করে কয়েকটি বিশেষ অঙ্গের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে গৌণ যৌন লক্ষণগুলি ছেলেমেয়েদের দেহে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

– সঞ্চালনমূলক বিকাশ : শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর হাত, পা, পেশী ইত্যাদী সঞ্চালনের শক্তি, গতি এবং ক্রটিহীনতার বৃদ্ধি পায়। শিশুর মানসিক বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে তার এই সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যেই শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয়। সঞ্চালনমূলক কাজে অপুষ্ট হলে সে তার জ্ঞানমূলক শক্তি দিয়ে সেই অভাবটা মেটাতে চায়।

– সামগ্রিক আচরণ ও বিশেষধর্মী আচরণ : সাধারনধর্মী আচরন থেকে বিশেষধর্মী আচরনে যাওয়া, শিশু বড় হতে বিশেষ ধর্মী আচরনগুলি জটিলতার ও মিশ্র ধর্মী হতে শুরু করে।

– ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য : সঞ্চালনমূলক বিকাশের দিক দিয়ে ছেলেরা সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ছেলেদের শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও কৌশল কিছুটা বেশি।

– খেলা ও সঞ্চালনমূলক বিকাশ : বিভিন্ন বয়সে সঞ্চালনমূলক আচরনের সাথে খেলাধূলার সাথে বিকাশ ঘটে। সবদিক থেকে শিশুর শারীরিক বিকাশ ঘটে।

শিশুর বিকাশ – পরিপার্শ্বিক পরিবেশ, আবহাওয়া, সামাজিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, ভাষা, বংশাণুক্রমে সার্বিক ভাবে প্রকাশ পায়।

শিক্ষা উন্নয়ন সূচক : শিশুশিক্ষা পরিমাপের অন্যতম হাতিয়ার

■ রবি রায় ■

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষা উন্নয়ন সূচকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান : আলোচ্য শিক্ষা উন্নয়ন সূচককে যদি শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্যারামিটার ধরা হয় তাহলে বলতেই হবে রাজ্যের বিগত সরকারের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার হাল শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ভারতের ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২০০৫–০৬ সালে সূচক অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাঙ্ক ছিল ৩২, পরবর্তী চার বছরে ছিল যথাক্রমে ৩০, ৩০, ২৮ ও ২৪। অর্থাৎ ২০০৫–০৬ সালের তুলনায় ২০০৯–১০ সালে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে উক্ত পাঁচ বছরে র‍্যাঙ্ক ছিল যথাক্রমে ৩৩, ৩৩, ৩৪ ও ২৯। অর্থাৎ ২০০৫–০৬ সালের তুলনায় ২০০৯–১০ সালে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। আর উভয় স্তর মিলিয়ে উক্ত পাঁচ বছরে র‍্যাঙ্ক ছিল যথাক্রমে ৩২, ৩৩, ৩৩, ৩২ ও ২৬। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও ২০০৫–০৬ সালের তুলনায় ২০০৯–১০ সালে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। (নিচের তালিকা ও চিত্র দ্রষ্টব্য)

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা উন্নয়ন সূচক ও র‍্যাঙ্ক
(২০০৫–০৬ – ২০০৯–১০)

স্তর	২০০৫–০৬		২০০৬–০৭		২০০৭–০৮		২০০৮–০৯		২০০৯–১০	
প্রাথমিক	০.৪৫৪	৩২	০.৫০০	৩০	০.৫৩৬	৩০	০.৫২৮	২৮	০.৪৬৭	২৪
উচ্চ প্রাথমিক	০.৪৮০	৩৩	০.৪১৬	৩৩	০.৪৪১	৩৪	০.৪৫৯	৩৪	০.৫৪০	২৯
উভয় মিলিয়ে	০.৪৬৭	৩২	০.৪৫৮	৩৩	০.৪৮৮	৩৩	০.৪৯৪	৩২	০.৫০৩	২৬

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা উন্নয়ন সূচক অনুসারে র‍্যাঙ্কের ওঠা নামা

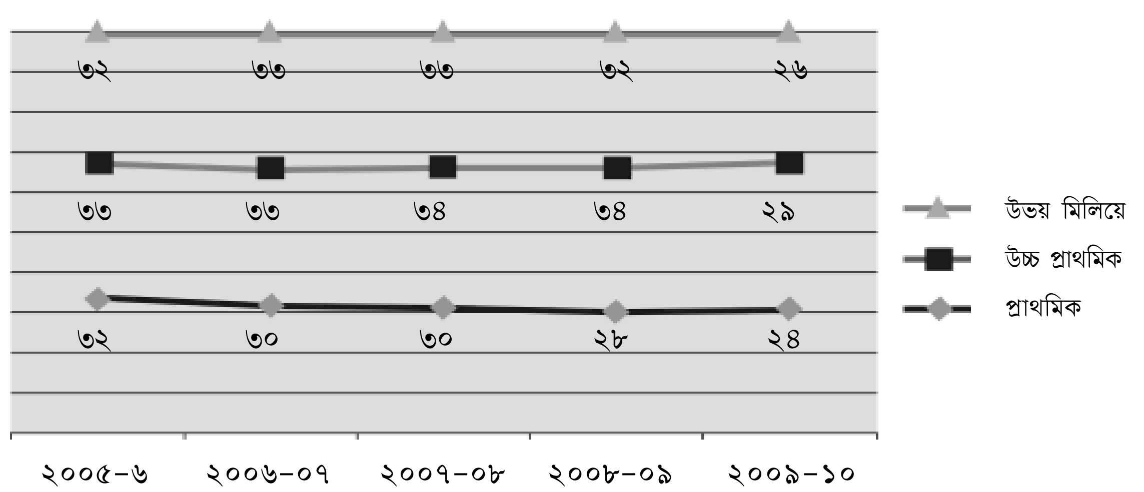

এই উন্নতি কিন্তু আদতে দেশের সবথেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে তুলনায় উন্নতি – কেরল, তামিলনাড়ু বা পদুচেরীর সাথে তুলনীয় নয়। আর আমাদের রাজ্যের এই পশ্চাৎপদতার পিছনে যে বিগত অনেক বছরের সূচারু পরিপল্পনা কাজ করেছে, এই সূচককে মেনে নিলে, তা আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখেনা। প্রশ্ন একটাই – পশ্চিমবঙ্গকে দেশের শিক্ষার মানচিত্রে পশ্চাৎপদদের অন্যতম হিসাবে চিহ্নিত করার পিছনে কাদের স্বার্থ কাজ করেছে? (শেষ)

উপরের ছবিটি দেখে কোন নামজাদা রেস্তোঁরার রান্নাঘর বলে ভ্রম হতে পারে। আসলে এটি শিক্ষা সূচকের তালিকায় সর্বোচ্চে থাকা পুদুচেরীর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিলের রান্নাঘর। পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের জন্য এমন সুযোগ কবে আসবে!

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন গুপ্ত কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত। দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ৩ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য